بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلۡكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡمَسِيحِ ٱلۡمَوۡعُودِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) যখন খয়বারের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন তখন সারারাত পথচলা অব্যাহত রাখেন আর তিনি (সাঃ) নিদ্রা অনুভব করলে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি দেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ) কে বলেন, ফজরের সময় তুমি (আমাদের) জাগিয়ে দিবে। একথা বলার পর হযরত বেলাল (রাঃ)এর পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল নামায পড়েন, অর্থাৎ তিনি (রাঃ) নফল নামায পড়তে থাকেন আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা ঘুমিয়ে পড়েন। ফজর নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে হযরত বেলাল (রাঃ)এর ও ঘুম এসে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ) নিজেও জাগ্রত হন নি আর মহানবী (সাঃ)এর সাহাবীদের মধ্যে থেকে অন্য কারে চোখ খোলে নি। একপর্যায়ে তাদের ওপর রোদ এসে পড়ে। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাগ্রত হন। তিনি (সাঃ) চিন্তিত হন এবং ডেকে বলেন, হে বেলাল! হে বেলাল! হযরত বেলাল (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিকৃত, আমি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহানবী (সাঃ) বলেন, যাত্রা কর। নির্দেশমত তারা তাদের বাহন কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যান। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থামেন, এরপর তিনি (সাঃ) তাদের সবাইকে সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামায পড়ান। নামায শেষ করার পর তিনি (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় তার উচিত যখনই মনে পড়ে তখনই পড়ে নেয়া। কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা কর।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সাথে হযরত বেলাল (রাঃ) ও ছিলেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাই এবং হযরত বেলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করি যে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কি কাবাগৃহে নামায পড়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) কাবাগৃহে নামায পড়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায়? তিনি বলেন, সেই স্তম্ভগুলোর মাঝখানে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাবাঘরে কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন পরবর্তীতে হযরত বেলাল (রাঃ) লোকদের তা বলতেন,। হযরত ইবনে আবি মুলায়কা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান

দেয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে হযরত বেলাল (রাঃ) কাবার ছাদে উঠে আযান দেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) মক্কা বিজয়ের ঘটনায় হযরত বেলাল (রাঃ)এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে অসাধারণ তা হলো বেলালের পতাকা। রসূলে করীম (সাঃ) বেলাল (রাঃ)এর নামে পতাকা প্রস্তুত করেন এবং বলেন,যে ব্যক্তি বেলালের পতাকা তলে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। এ আদেশে কতইনা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা নিহিত ছিল। মক্কার লোকেরা বেলালের পায়ে রশি বেঁধে তাকে অলিগলিতে টানাহ্যাঁচড়া করত। মক্কার গলি, মক্কার ময়দান বেলালের জন্য কোন নিরাপদ স্থান ছিল না, বরং শাস্তি, লাঞ্ছনা এবং বিদ্রুপের স্থান ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভাবলেন, বেলালের হৃদয়ে আজ বারবার প্রতিশোধের ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকবে। এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর প্রতিশোধ নেয়াও অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আমাদের প্রতিশোধ ইসলামের মহিমাসম্মত হওয়াও আবশ্যক। তাই তিনি তরবারি দ্বারা শত্রুদের শিরোচ্ছেদ করে বেলালের প্রতিশোধ নেন নি বরং তার ভাইয়ের হাতে একটি পতাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন আর বেলালকে এ ঘোষণার করার জন্য নিযুক্ত করেন যে, যে কেউ আমার ভাইয়ের পতাকাতলে এসে দাঁড়াবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। কতই না অসাধারণ ছিল এ প্রতিশোধ! কতই না সুন্দর ছিল এ প্রতিশোধ! বেলাল যখন উচ্চস্বরে এ ঘোষণা করে থাকবেন যে, হে মক্কাবাসীরা! আস, আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে যাও, তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে, তখন তার মনের প্রতিশোধ স্পৃহা নিজ থেকেই উবে গিয়ে থাকবে। তিনি অনুভব করে থাকবেন যে, যে প্রতিশোধ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোন প্রতিশোধ আমার জন্য হতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঈদের দিন (হযরত বেলাল) মহানবী (সাঃ)এর সামনে বর্শা নিয়ে হাটতেন। হযরত বেলাল সেটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর সম্মুখে মাটিতে গেড়ে দিতেন আর মহানবী (সাঃ) সেটি সম্মুখে রেখেই নামায আদায় করতেন। মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রাঃ) একইভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সম্মুখে সেই বর্শাটি হাতে নিয়ে চলতেন।

মুসা বিন মুহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ননা করেন যে, মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যু হলে হযরত বেলাল (রাঃ) সেই দিন সেই সময় আযান দিয়েছেন, যখন মহানবী (সাঃ)এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়নি। যখন তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্ল াহ' বলেন তখন মসজিদে লোকেরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। যখন মহানবী (সাঃ)এর দাফন সম্পন্ন হয়ে গেল তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে আযান দিতে বললেন। হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, যদি আপনি আমাকে আল্লাহর খাতিরে মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আমাকে সেই উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিন যে উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে স্বাধীন করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন আমি তোমাকে আল্লাহর খাতিরে মুক্ত করেছি। তখন হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)এর মৃত্যুর পর আর কারো জন্য আযান দিব না। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন এটি তোমার ইচ্ছা। এরপর হযরত বিলাল (রাঃ) মদীনাতেই অবস্থান করেন। এক পর্যায়ে হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য রওয়ানা হয় হযরত বিলাল (রাঃ) তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে যান।

উসদুল গাবার রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত বিলাল (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলেন আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য স্বাধীন করে থাকেন তাহলে আমাকে আপনার

কাছে রেখে দিন। কিন্তু যদি আপনি আমাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বাধীন করে থাকেন তাহলে আমাকে আল্লাহর পথে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)কে বললেন যাও, অতএব হযরত বিলাল (রাঃ) সিরিয়ায় চলে যান আর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে অনুসারে, তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর যুগে জান নি বরং হযরত উমর (রাঃ)এর যুগে গিয়েছিলেন আর অন্য এক উক্তি বা রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত বিলাল (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালেও আযান দিতেন ।

এক রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত বেলাল (রাঃ) একবার স্বপ্নে মহানবী (সাঃ)কে দেখেন। (স্বপ্নে) মহানবী (সাঃ) বলেন, "বেলাল! এ কেমন পাষণ্ডতা? তোমার কি এখনো আমার জিয়ারতের জন্য আসার সময় হয় নি?" হযরত বেলাল বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুম থেকে উঠেন। তিনি তখন সিরিয়া থাকতেন আর সিরিয়া থেকে, বাহনে বসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী (সাঃ)এর রওজা মোবারকের সামনে উপস্থিত হয়ে অঝোরে কাঁদা আরম্ভ করে এবং ছটফট করতে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ) এলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁদেরকে আদর করে চুমু দিয়ে বুকে টেনে নেন। হযরত হাসান এবং হোসাইন (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে বলেন যে, আমরা চাই আপনি ফজরের আযান দিন। তিনি তিনি (রাঃ) মসজিদের ছাদে গেলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করলে গোটা মদীনা যেন সেই ধ্বনিতে একেবারে কেঁপে উঠে। এরপর তিনি (রাঃ) যখন 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললেন তখন আরো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মদীনাবাসী এক ঝটকায় জেগে উঠে। এরপর তিনি (রাঃ) যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' পড়েন তখন মহিলারাও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন মদীনায় যত নারী-পুরুষ কেদেছেএরচেয়ে বেশি কখনো দেখা যায় নি। মহানবী (সাঃ)এর যুগ এবং সেই আযান স্মৃতিপটে জাগ্রত হতেই মানুষ ব্যকুল হয়ে উঠে।

যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আবু বুকায়ের মহানবী (সাঃ)এর সকাশে এসে বলে যে, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের সম্পর্ক করিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, বেলালের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? তারা দ্বিতীয়বার এসে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের সম্পর্ক করিয়ে দিন। তিনি (সাঃ) বলেন, বেলাল সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তারা অসম্মতি প্রকাশ করে চলে যায়। এরপর তারা তৃতীয়বার এসে পুনরায় নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আমাদের বোনের বিয়ে অমুক ব্যক্তির সাথে করিয়ে দিন। তিনি (সাঃ) বলেন, বেলাল সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী যিনি জন্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তারা হযরত বেলাল (রাঃ)এর সাথে বোনের বিয়ে দেয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এই ঘটনার উল্লেখ এবং হযরত বেলালের মাকাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রাঃ) নিজ খিলাফতকালে একবার মক্কায় আসেন। তখন সেসব কৃতদাস, যাদের মাথার চুল ধরে মানুষ টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত, একে একে হযরত উমরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা আরম্ভ করে। হযরত উমর (রাঃ) সেসব নেতৃবর্গকে বলেন, পেছনে সরে যাও এবং বেলালকে বসার স্থান দাও। ক্রীতদাস সাহাবীদের দ্বারা কক্ষটি পূর্ণ হয়ে গেলে বাধ্য হয়ে সেসব নেতাকে জুতো রাখার স্থানে বসতে হয়। এই লাঞ্ছনা তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কাজেই প্রথম কথা হলো, কুরবানী দিতে হয় তবেই মর্যাদা লাভ হয়। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা হলো, যারা কুরবানী করে, যারা শুরু থেকেই বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তাদের মর্যাদা অবশ্যই উন্নত, তা তারা হাবশী ক্রীতদাস হোন বা অন্য কোন বংশেরই দাস হোন না কেন। এটি সেই মর্যাদা যা ইসলাম নির্ধারণ করেছে, যা স্বস্ব যোগ্যতার নিরিখে প্রত্যেকেই লাভ করে, এক্ষেত্রে ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য নেই। ত্যাগী, বিশ্বস্ত, নিজেদের প্রাণ বিসর্জনকারী হলে, সবকিছু উৎসর্গকারী হলে তারা (এই) মর্যাদা লাভ করবে। হযরত বেলাল (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ চলছে, ইনশাআল্লাহ্, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
18 September 2020

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org